দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 31 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

22
Report

ঢাবি শিক্ষক সমিতির নীল সাদা দু'দলেই নির্বাচনী হাওয়া

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কারামুক্তির পর 'নীল' 'সাদা' দু'দলেই নির্বাচনী হাওয়া বইতে শুরু করেছে। শীঘ্রই সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আর দু'দলই সেই নির্বাচনে কারামুক্ত শিক্ষকদের ট্রাম্পকার্ড হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছে। সদ্য কারামুক্ত চার শিক্ষকের মধ্যে তিনজনই সমিতির বর্তমান কার্যনির্বাহী সদস্য। এদের মধ্যে অধ্যাপক ড. সদরুল আমীন সমিতির সভাপতি। গত নির্বাচনে তিনি বিএনপি-জামায়াত সমর্থক শিক্ষকদের সাদা দল থেকে নির্বাচন করে জয়ী হয়েছিলেন। অন্য দুজনই নির্বাচিত হয়েছিলেন আওয়ামী সমর্থক নীল দলের প্যানেল থেকে। গত নির্বাচনে অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন সাধারণ সম্পাদক

(২ পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

ঢাবি শিক্ষক সমিতির

(প্রথম পাতার পর)

এবং ড. হারুন অর রশীদ কার্যনির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হন। এ তিনজনকেই এবারের নির্বাচনে ট্রাম্পকার্ড হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছে দু'দল।

আগস্টের ঘটনায় শিক্ষকদের গ্রেফতার হওয়া ও পরবর্তী ঘটনায় মুক্তিপ্রাপ্ত এ শিক্ষকদের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা আরও বেড়েছে। আর সেটিকেই কাজে লাগাতে চাইছে শিক্ষকদের দু'গ্রুপ। সূত্র জানায়, বিএনপি-জামায়াতপন্থী সাদা দলের শিক্ষকরা ইতোপূর্বে নির্বাচন নিয়ে গড়িমসি করলেও এখন তারা নির্বাচনে উৎসাহী। এবারের নির্বাচনে তাদের ট্রাম্পকার্ড সমিতির বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন।

জানা গেছে, ড. সদরুল আমিন এবার নির্বাচনে প্রার্থী হতে খুব একটা আগ্রহী না হলেও তার দল তাকে আবারও সভাপতি পদে নির্বাচন করাতে চাইছে। শেষ পর্যন্ত তিনিই সভাপতি পদে সাদা দলের প্রার্থী হতে পারেন। অন্যদিকে নীল দলের ট্রাম্পকার্ড দুই জনপ্রিয় শিক্ষক নেতা সমিতির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন ও কার্যনির্বাহী সদস্য ড. হারুন অর রশীদ।

ইতোপূর্বে কয়েক দফা নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পরও শেষ পর্যন্ত শিক্ষক সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। সে সময় সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দুজনই ছিলেন কারাবন্দী। সদ্যকারামুক্ত সমিতির সভাপতি ড. সদরুল আমিন ও সাধারণ সম্পাদক ড. আনোয়ার হোসেন জানিয়েছেন, সমিতির নির্বাচন শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে। কয়েক দিনের মধ্যে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা ডেকে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

শিক্ষক সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন করতে হয়। এ বছরও ৩১ ডিসেম্বর নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকা এবং কেউ নির্বাচন কমিশনার হতে রাজি না হওয়ায় তা হয়নি। নির্বাচনের নতুন তারিখ ঘোষণা করা হয় ১৫ জানুয়ারি। সাদা দলের 'অনুমোদন কৌশলে' আটকে গিয়ে ১৫ জানুয়ারিও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক বদরুন্নাহার নির্বাচনের অনুমতি চেয়ে ঢাকার পুলিশ কমিশনারের কাছে চিঠি পাঠান। কিন্তু ১৫ তারিখের আগে সে চিঠির জবাব না আসায় শেষ পর্যন্ত নির্বাচন হয়নি। সূত্র জানায়, কিছুদিনের মধ্যে শিক্ষক সমিতির বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটি সভা করে নতুন নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করবে। কারণ গত ২৬ জানুয়ারি নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক বদরুন্নাহার কমিশনারের পদ থেকে অব্যাহতি নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে সমিতির কার্যনির্বাহী সদস্য অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান জনকণ্ঠকে বলেন, সমিতির সাধারণ সভা থেকে ১৫ জানুয়ারির মধ্যে সমিতির নির্বাচন করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। নির্ধারিত সেই সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয়নি।